

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

263252 - যবে রোগী দাঁড়ালে বসতে পারনে না, বসলে দাঁড়াতে পারনে না তার নামায পড়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন

যবে রোগী দাঁড়ালে বসতে পারনে না, বসলে দাঁড়াতে পারনে না তনিকি ভাবে নামায আদায় করবনে? তনিকি তার সম্পূর্ণ নামাযে বসে থাকবনে; নাকি সম্পূর্ণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নামাযেরে ওয়াজবি ও রুকনসমূহেরে ক্ষতেরে ফকিহী সূত্র হল: নামাযী ব্যক্তিতার সাধ্যানুযায়ী এগুলো পালন করবনে; আর যা পালন করতে তনিকি অক্ষম সটো তার জন্য মওকুফ হবে।

এর ভিত্তিতে: যবে নামাযী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে সক্ষম তাহলে সটোই তার উপর আবশ্যিক। এরপর তনিকি সক্ষম হলে পরপূর্ণ পদ্ধতিতে রুকু করবনে; যদি না পারনে তাহলে তার সাধ্যানুযায়ী ঝুকবনে।

যদি তনিকি মাটি নুয়ে পড়ে সজেদা দিতে সক্ষম হন তাহলে সটোই তার উপরে ওয়াজবি। যদি তনিকি সটো না পারনে তাহলে (মাটিতে বা চয়োরবে) বসে সজেদার জন্য মাথা নয়োবনে।

যদি তনিকি পুনরায় আর দাঁড়াতে না পারনে সক্ষেতেরে অবশিষ্ট নামায তনিকি বসে বসেই আদায় করবনে। রুকুর জন্য মাথা নয়োবনে এবং সক্ষম হলে মাটির উপর সজেদা দবনে। সক্ষম না হলে সজেদার জন্য মাথা নয়োবনে এবং সজেদার জন্য রুকুর চয়েবে বশো মাথা নয়োবনে।

এভাবে করলে তনিকি আল্লাহ তাআলার এ বাণীর অনুসরণ করলনে: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর”। [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে এ বাণীর অনুসরণ করলনে: “আমি যখন তোমাদেরকে কোনে কিছু নর্দিশে করি, তখন সাধ্যানুযায়ী সটো পালন কর”। [সহি বুখারী (৭২৮৮) ও সহি মুসলিম (১৩৩৭)]

মালকে মাযহাবেরে আলমে ‘খলিল’ রচিত “মুখতাসার” গ্রন্থে এসছে—“যদি নামাযী ব্যক্তি সব করতে সক্ষম হয়; কনিতু বসলে আর উঠতে পারে না: তাহলে এক রাকাত পূর্ণ করবে; এরপর বসে যাবে।”

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

গ্রন্থটির ব্যাখ্যাকার ‘খরিশা’ তার ব্যাখ্যায় বলেন: “অর্থাৎ যদি নামাযী ব্যক্তি নামাযের কয়াম বা দাঁড়ানো, কবরিত, রুকু, সজেদা, রুকু-সজেদা থেকে উঠা ও বসা ইত্যাদি সকল রুকন আদায়ে সক্ষম হয়; কিন্তু বসলে আর দাঁড়ানোর জন্য উঠতে পারে না; তাহলে এমন ব্যক্তি প্রথম রাকাত পরপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আদায় করবে এবং অবশিষ্ট নামায বসে বসে আদায় করবে। লাখমি, তউনসি ও ইবনে ইউনুস এ মতেরে প্রতিবন্ধকছেন।

কারো কারো মতে, গোটো নামায দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারা করে আদায় করবে; তবে শেষে রাকাত ছাড়া; শেষে রাকাতে তিনি রুকু-সজেদা করবেন।”[সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন: 36738 নং ও 105356 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আর যদি নামাযী ব্যক্তি দাঁড়াতে ও শুয়ে থাকতে সক্ষম হন; কিন্তু বসতে অক্ষম হন; তাহলে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন এবং ইশারা করে রুকু-সজেদা করবেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাশাহুদ পড়বেন ও সালাম ফরিাবেন।

শাফয়েমিযহাবের আলমে যাকারিয়া আল-আনসারী “আসনাল মাতালবি” গ্রন্থে (১/১৪৬) বলেন: “যে ব্যক্তি কেবল দাঁড়াতে ও শুয়ে থাকতে সক্ষম সে ব্যক্তি বসার পরবর্ত্তে দাঁড়াবে...। কনেনা দাঁড়ানোটা বসার চয়েও বেশি কিছু। রুকু-সজেদার স্থানে ইশারা করবে। দাঁড়িয়ে তাশাহুদ পড়বে; শুয়ে পড়বে না।”[সমাপ্ত]

আল-ইবাদি রচিত ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ গ্রন্থেরে হাশিয়াতে (২/২৩) এসছে:

“যদি কেউ শুধু দাঁড়াতে ও শুয়ে থাকতে সক্ষম হন অর্থাৎ বসতে না পারেন: তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ওয়াজবি। কনেনা দাঁড়ানোটা বসার চয়েও বেশি কিছু। তিনি সাধ্যানুযায়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারা করে রুকু-সজেদা আদায় করবেন...। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাশাহুদ ও সালাম আদায় করবেন; শুয়ে আদায় করবেন না।”[সমাপ্ত]

আল-খরিশা আল-মালকে (১/২৯৭) বলেন:

“যে ব্যক্তি নামাযের কয়াম ছাড়া অন্য সকল রুকন পালনে অক্ষম; কিন্তু কয়াম পালনে সক্ষম তার কর্তব্য হল: সে তার গোটো নামায দাঁড়িয়ে থেকে আদায় করবেন। সজেদার জন্য রুকুর চয়ে নীচু হয়ে ইশারা করবেন।”[সমাপ্ত]

আর যদি কেউ দাঁড়াতে অক্ষম হয় তাহলে সে ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবেন, রুকু-সজেদা ইশারা করে আদায়

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করবনে। যদি মাটির উপর সজেদা দিতে সক্ষম হয় তাহলে মাটির উপর সজেদা দেওয়াই তার উপর ফরয।

ইবনে কুদামা তাঁর “আল-মুগনী” গ্রন্থে (২/৫৭০) বলেন:

“আলমেগণ এই মরম্বে ইজমা করছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়াত পাবে না সে ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবনে।”[সমাপ্ত]

মালকেমিয়াহাবরে ইমাম “আদ-দুসুকি” এর হাশিয়াতে (২/৪৭৫) এসছে: “দাঁড়াত অক্ষম ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবনে; রুকু-সজেদাও বসে বসে করবনে।”[সমাপ্ত]

তনি:

যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা এমন হয় যে, সে ব্যক্তিকে হয় গোটো নামায দাঁড়িয়ে পড়তে হয় কিংবা গোটো নামায বসে পড়তে হয়; তাহলে এমন ব্যক্তি গোটো নামায বসে বসে পড়বনে।

এর দলিল হল: শরিয়ত কিছু কিছু অবস্থায় কয়ামরে আমলকে মওকুফ করছেন; যমেন- নফল নামাযের ক্ষত্রে, দাঁড়াত সক্ষম যে ব্যক্তি এমন কোন ইমামেরে পছিনে নামায পড়ছেন যনি অসুস্থতার কারণে বসে বসে নামায পড়াচ্ছেন; সে ক্ষত্রে তনি কয়াম বাদ দিয়ে তার ইমামেরে মত বসে বসে নামায পড়বনে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “কয়ামটা একটা হালকা রুকন; যা সব ধরণে নফল নামাযেরে ক্ষত্রে বাদ পড়ে যায় এবং ফরয নামাযেরেও কিছু কিছু জায়গায় বাদ পড়ে যায়।”[শারহুল উমদা থেকে (৪/৫১৫) সমাপ্ত]

যদি দাঁড়ানো ও বসা দুটো সাংঘর্ষকি হয়ে পড়ে তাহলে বসাটা আদায় করা অগ্রগণ্যতা পাবে। বিশেষতঃ সে ব্যক্তি বিসার মাধ্যমে নামাযেরে আরও অন্যান্য রুকন আদায় করতে পারে; যমেন- সজেদা, সজেদার জন্য বসা, দুই সজেদার মাঝখানে বসা এবং তাশাহুদের জন্য বসা। এজন্য বসে নামায পড়া দাঁড়িয়ে নামায পড়ার উপর অগ্রগণ্য পয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।